মহাজোটকে তোপ মোদির, জল মাপছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ বিজেপি বিরোধী মহাজোট নিয়ে জোর সওয়াল চলছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, মহাজোট একটি ব্যর্থ ধারণা। অপরদিকে, বিজেপিকে আগামী লোকসভা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত করতে মহাজোট জরুরি বলে মনে করেন, দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখাটাই প্রধান লক্ষ্য কংগ্রেস সভাপতির।

সম্প্রতি বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে একক শক্তিতে ভোটে লড়ার কথা ঘোষণা করেন। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবও একা লড়াইয়ের কথা জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের ৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। রাহুল গান্ধি তাঁদের মহাজোটে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হলেও কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশ মনে করে, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের মতো দলের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলিতে সপা–বসপার মতো আঞ্চলিক দলকে ছড়ি ঘোরানোর জায়গা দিলে ভুগতে হবে। তার বদলে যাবতীয় গোষ্ঠীকোন্দল দূরে সরিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপির মোকাবিলা করলে বিধানসভা ভোট তো বটেই, আগামী লোকসভা ভোটেও কংগ্রেসের পাল্লা ভারী থাকবে।

মহাজোট গঠনের আগে সপা–বসপা এবং কংগ্রেসের মধ্যে এহেন রেশারেশি অবশ্য ফ্রেশ লোকদেখানো বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, মহাজোট একটি ব্যর্থ ধারণা। বুধবার নমো অ্যাপের মাধ্যমে বিজেপির বুথকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিরোধীদের কড়া সুরে তোপ দাগেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা এখন মহাজোট নিয়ে এত কথা বলছেন, তাঁরা লাগাতার পরস্পরের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন। কিন্তু কর্ণাটকের মতো যখনই কোথাও সরকার গড়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে তখনই নিজেদের যাবতীয় বৈরিতা ভুলে বিরোধীরা একজোট হচ্ছেন।' শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, মহাজোটের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, বিজেপি সভাপতি অমিত শা–রাও একাধিকবার সরব হয়েছেন।

সমস্ত বিরোধী একজোট হলে বিজেপির বিপদ যে বাড়বে সেব্যাপারে একমত কংগ্রেস। তবে এনডিএ–র বাইরে থাকা আঞ্চলিক দলগুলি যেভাবে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে তা দলের নেতাদের একেবারেই না–পছন্দ। কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, 'সপা, বসপা, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপির মতো আঞ্চলিক দলগুলি চায় কংগ্রেসকে দুর্বল করতে। তাতে ২০১৯–এ তাদের সুবিধা হবে। তাই কংগ্রেসের স্বার্থ আমাদেরই রক্ষা করতে হবে।' দলের নেতাদের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ ও মায়াবতী কংগ্রেসকে হাতেগোনা কয়েকটি আসন ছাড়তে চায়। কারণ, সেখানে সপা–বসপার শক্তি বেশি। অথচ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে প্রান্তিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অধিক আসনের দাবি জানাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসের মতে, যদি তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আগামী লোকসভা ভোটে অখিলেশ ও মায়াবতী ওই রাজ্যগুলিতে অধিক আসনের দাবি জানাবে। এক্ষেত্রে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষের তকমা হাতছাড়া হবে কংগ্রেসের।

মায়া এবং অখিলেশ– দুজনেরই অভিযোগ, কংগ্রেস আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে বড্ড বেশি সময় নিচ্ছিল। সেকারণেই তাঁরা একতরফাভাবে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হয়েছেন। এই যুক্তি খারিজ করে পালটা পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন কংগ্রেস নেতারা। ২০১৩ সালে মধ্যপ্রদেশের ১৯৪টি আসনে বসপা প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়েছিল। একই দশা হয়েছিল সপার ১৬১ জন প্রার্থীরও। বসপা ভোট পেয়েছিল ৬.৪২ শতাংশ। সপা পেয়েছিল ০.৫১ শতাংশ। গতবার ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বসপা পেয়েছিল যথাক্রমে ৪.২৭ শতাংশ ও ৩.৪৮ শতাংশ। সপা পেয়েছিল যথাক্রমে ০.৬৪ শতাংশ ও ১.৪০ শতাংশ। ছত্তিশগড়ে বসপা–অজিত যোগী জোটের নেপথ্যেও বিজেপি খেলছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে মায়া এবং অখিলেশের ওই তিন রাজ্যে অধিক আসনের দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতারা। তাঁদের সাফ কথা, তিন রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে যে দলিত বিরোধী হাওয়া তৈরি হয়েছে তার ভোট কংগ্রেসের দিকেই যাবে। তাই জোটের জন্য হা–হুতাশ না করে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটযুদ্ধে নামলে তিন রাজ্যেই কংগ্রেস জয়ী হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সম্প্রতি একটি প্রাক্ নির্বাচনি সমীক্ষাতেও কংগ্রেসের পাল্লা ভারী বলে দাবি করা হয়। সেক্ষেত্রে নিজেদের ঘাঁটিতে আঞ্চলিক দলগুলিকে ছড়ি ঘোরানোর ছাড়পত্র দিতে রাজি নয় কংগ্রেস।

ভারতকে পাশে চায় চিন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ আমেরিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধে ভারতকে পাশে চায় চিন। বুধবার দিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র জি রং বলেছেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা ও বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলার নাম করে নিষেধাজ্ঞার দেশগুলোকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে আমেরিকা। তাদের নিষেধাজ্ঞার জেরে চিন ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের উচিত আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একজোট হওয়া।' গতমাসে চিন থেকে আমদানি করা ২০০ বিলিয়ন ডলারের (১.৫ লক্ষ কোটি টাকা) পণ্যের উপর কর বসানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিনও ৬০ বিলিয়ন ডলার (৪৫ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের মার্কিন জিনিসপত্রের উপর পাল্টা কর চাপিয়েছে। জি বলেন, 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে চিন ও ভারতের স্বার্থ একই ধরনের।' দু'দেশই অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক। দাভোসের আন্তর্জাতিক ফোরামে বাণিজ্য প্রসঙ্গে কার্যত একই অবস্থান নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে হলে চিন ও ভারতের সামনে একজোট হওয়া ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই।' চিনা দূতাবাসের মুখপাত্রটি আরও বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হলে চিন ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো জরুরি।' আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রশ্নে চিন ভারতের পাশে দাঁড়াতে তৈরি বলে জানিয়েছেন তিনি। আর্থিক সাহায্যের নামে চিন উপমহাদেশের দেশগুলিকে ঋণের জালে জড়াতে চাইছে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জি বলেন, 'আমাদের বিনিয়োগের ফলে চিন ও সংশ্লিষ্ট দেশ দু'পক্ষই লাভবান হচ্ছে।' সার্বিক উন্নয়নের জন্য এ ধরনের বিনিয়োগ জরুরি বলে দাবি করেছেন তিনি।

দাঙ্গায় ৩০০ জন বাঁচত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ সময় নষ্ট না হলে ২০০২–এর গুজরাট দাঙ্গায় অন্তত ৩০০টি প্রাণ বাঁচানো যেত। এমনটাই দাবি করেছেন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল জমিরউদ্দিন শাহ। তাঁর দাবি, '৩৪ ঘণ্টা আমরা বসেছিলাম। সেই সময় নষ্ট না হলে অনেকগুলি প্রাণ বাঁচানো যেত। বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলেও আমরা কিছুই করতে পারিনি।' কয়েকদিন পর এই প্রাক্তন সেনাকর্তার লেখা 'দ্য সরকারি মুসলমান' বইটি প্রকাশিত হবে। সেই বইতে তিনি লিখেছেন, '১ মার্চ রাত ২টোর সময় গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে যাই। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ। আমাদের বাহিনীকে দ্রুত কাজে নামানোর আবেদন করি এবং আমাদের কী কী প্রয়োজন তা বলি। আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়, সবকিছু সময় মতো দেওয়া হবে। সকালে আমরা আমেদাবাদে ৩০০০ জওয়ান নিয়ে পৌঁছে যাই। সময় মতো যানবাহন না পাওয়ায় আমরা কাজে নামতে পারিনি। পরের দিন যখন সবকিছু হাতে পাই আমরা, তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে।' একইসঙ্গে তাঁর দাবি, এটি পুরোপুরি প্রশাসনিক ব্যর্থতা। গুজরাট দাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছিল ১০৪৪ জনেরও বেশি মানুষের। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের। তিনদিনের দাঙ্গাতেই মৃত্যু হয়েছিল এক হাজার মানুষের। ২০০২–এর ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় ট্রেনের কামরায় আগুন লাগায় মৃত্যু হয় ৫৯ জন করসেবকের। তার পরদিন থেকেই দাঙ্গা শুরু হয় গুজরাটে। প্রাক্তন সেনাকর্তার বই প্রকাশ পেলে বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিড়ম্বনা বাড়বে। নতুন অস্ত্র পেয়ে চাঙ্গা হবে বিরোধীরা।

পুরীর মন্দিরে পুলিশ প্রবেশে শর্ত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ জুতো পরে ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কোনো পুলিশকর্মী পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি মদন বি লোকুর ও দীপক গুপ্তের বেঞ্চ বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থার প্রতিবাদে গত ৩ অক্টোবর ১২ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছিল একটি সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংগঠন। সেদিন মারমুখী জনতা ব্যারিকেড ভেঙে মন্দিরে ঢুকতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। জুতো পরে আগ্নেয়াস্ত্রধারী পুলিশের মন্দিরে প্রবেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ চাওয়া হয় শীর্ষ আদালতে। তারই প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশ। সেদিনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এই তথ্য শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে ওডিশা সরকার। মন্দির চত্বরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানানো হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুণ্যার্থীদের লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশের বিষয়টি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পরিচারকরাও এর বিরোধিতা করেছেন।

ভারতের অবদান নিয়ে বই

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ বিজ্ঞান, সাহিত্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের কথা প্রচার করতে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের অধীনে থাকা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক রিসার্চ (আইসিএইচআর)–কে বই প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন বইয়ের নাম হবে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'। সূত্রের খবর, প্রাচীন যুগে ভারতীয়রা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত, কলা, নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছিল তা বইয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হবে। আইসিএইচআর–এর সচিব রজনীশ শুক্লা জানিয়েছেন, 'বৈদিক সাহিত্যে ব্ল্যাক হোলের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে এদেশে প্লাস্টিক সার্জারি হত সেই উদাহরণও রয়েছে। রাইট ভাইদের অনেক আগেই ভারতীয়রা বিমান তৈরির কৌশল আয়ত্ত করেছিল। বইতে জগদীশচন্দ্র বোস, হরগোবিন্দ খুরানা, সিভি রমণের মতো গবেষকদের কথাও থাকবে।' জানা গিয়েছে, ৩৫০ পাতার বইটি যৌথভাবে প্রকাশ করবে আইসিএইচআর ও এনসিইআরটি। আপাতত হিন্দি, ইংরেজি ও তামিল ভাষায় বইটি প্রকাশিত হবে।

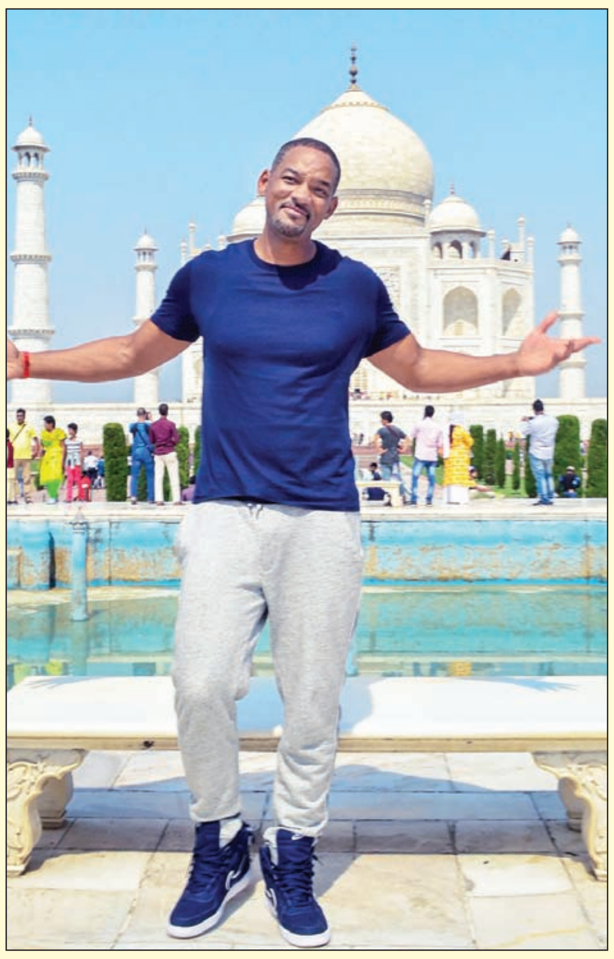

তাজমহলের সামনে হলিউড অভিনেতা উইল স্মিথ। – পিটিআই

ভারতের ঋণ তুলনামূলক কম

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ ভারতের ঋণের পরিমাণ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেকটাই কম। তবে সারা বিশ্বের বিচারে ঋণের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)–এর আর্থিক বিষয়ক ডিরেক্টর ভিটর গ্যাসপার একথা জানিয়েছেন। ২০১৭–তে সারা বিশ্বের ঋণের পরিমাণ ১৮২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। গ্যাসপারের দাবি, ঋণের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তাতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে। আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭–তে ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৫৪.৫ শতাংশ, সরকারি ঋণ জিডিপির ৭০.৪ শতাংশ। সার্বিক ঋণের পরিমাণ জিডিপির ১২৪.৯ শতাংশ। সেখানে চিনের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ২৪৭ শতাংশ। গত কয়েক বছরে ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমেছে বলে জানিয়েছেন গ্যাসপার। তাঁর দাবি, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভারতে ঋণের পরিমাণ অনেকটাই স্থিতিশীল।

আইএসআই-এর দায়িত্বে

ইসলামাবাদ, ১০ অক্টোবরঃ পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আসিম মুনির। এর আগে পাক সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের (এমআই) দায়িত্বে ছিলেন তিনি। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান পদে কামার জাভেদ বাজওয়া দায়িত্ব নেওয়ার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি ঘটেছিল মুনিরের। সেনায় বাজওয়া ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মুনির। বুধবার আইএসআই ছাড়াও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইমরান খান দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম সেনায় বড়ো রদবদল ঘটল।

তেল দেবে সৌদি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জেরে ভারত ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ করলে সেই ঘাটতি পূরণ করবে সৌদি আরব। ভারতীয় তেল সংস্থাগুলি সূত্রে খবর, ৪ নভেম্বর থেকে বাড়তি তেল পাঠানো শুরু করবে সৌদি। ওই মাসের মধ্যেই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম ও ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারির মাধ্যমে মোট ৪০ লক্ষ ব্যারেল তেল সৌদি আরব থেকে ভারতে আসবে। বর্তমানে ইরান থেকে তেল আমদানিতে ভারত চিনের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে নভেম্বর মাস থেকে সেই আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

আটক ৪ কাশ্মীরি ছাত্র

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর ঃ জঙ্গি সংগঠন জইশ–ই–মহম্মদ এবং আনসার গাজয়াত–উল–হিন্দের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কাশ্মীরের চার ছাত্রকে আটক করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে এদের আটক করা হয়েছে। জলন্ধরের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এই পড়ুয়ারা হস্টেলে থাকত। জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাব পুলিশের যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে আটক করেছে ওই চার ছাত্রকে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। সদর জলন্ধর থানায় মামলা রুজু হয়েছে।

কোন পথে রাফায়েল চুক্তি, জানতে চাইল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ কংগ্রেস সহ বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণ তো চলছিলই। এবার রাফায়েল যুদ্ধবিমান চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল সুপ্রিমকোর্ট। ফ্রান্সের কাছ থেকে ৩৬টি রাফায়েল কেনার চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছিল তার বিস্তারিত তথ্য চাইল প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ–এর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ। কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে ওই যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাও জানাতে বলেছে সুপ্রিমকোর্ট। তবে শীর্ষ আদালত যে কোনোভাবেই এই বিতর্কে ঢুকতে চায় না সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতিরা। সুপ্রিমকোর্টের এহেন নির্দেশের পর স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। টুইটারে তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিমকোর্ট জানতে চেয়েছে রাফায়েল নিয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটা সত্যিই খুব সহজ...প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওঁর সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে প্রতিপন্ন করার প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। তবে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুনশ্চ, এ বিষয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজ রাতেই ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন।' রাফায়েল নিয়ে মঙ্গলবার দুটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি করতে গিয়ে শীর্ষ আদালত জানায়, আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে একটি মুখবন্ধ খামে কোন পথে রাফায়েল চুক্তি হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল ওই জনস্বার্থ মামলাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে খারিজের আবেদন জানালেও তাতে কর্ণপাত করতে রাজি হয়নি নতুন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী বিনীত ঢান্ডা এবং এম এল শর্মা দুটি পৃথক জনস্বার্থ মামলায় দাবি করেন, রাফায়েল চুক্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। কাজেই এই চুক্তি যেন বাতিল করে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে গোটা চুক্তির নেপথ্যে কী হয়েছিল তার তদন্তেরও দাবি তোলা হয়েছে। ওই মামলা দুটির বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, এই চুক্তির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের পক্ষে ওই চুক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এর জবাবে সুপ্রিমকোর্ট বলে, 'নিজেদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমরা এই তথ্য চাইছি। চুক্তির সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে আমরা রাফায়েলের মূল্য বা ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে এই যুদ্ধবিমানটি কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে সেই বিষয়গুলি জানতে চাইনি।' তবে চুক্তির তথ্য জানতে চাইলেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো নোটিশ এদিন জারি করেনি শীর্ষ আদালত।

রাফায়েল চুক্তি নিয়ে গোড়া থেকেই সরব রাহুল গান্ধি। ৩৬টি বিমান কেনার পিছনে বড়োরকমের দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। রাষ্ট্রায়ত্ত হ্যালকে বাদ দিয়ে শিল্পপতি অনিল আম্বানির রিলায়েন্স ডিফেন্সকে রাফায়েল তৈরির বরাত দেওয়ার পিছনে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন রাহুল। সম্প্রতি প্রাক্তন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোঁয়া ওলাঁদে ফ্রান্সের একটি সংবাদমাধ্যমকে জানান, ভারতের তরফে শুধু আম্বানির সংস্থার নামই প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাতে রাজি হওয়া ছাড়া তাঁদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না। ওলাঁদের এই মন্তব্যের জেরে প্রধানমন্ত্রীকে চোর বলেও কটাক্ষ করেছেন রাহুল। পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোট এবং আগামী বছর লোকসভা ভোটে রাফায়েলকে ইশ্যু করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের পাশাপাশি রাফায়েল নিয়ে যৌথ সংসদীয় তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে অন্যান্য বিরোধী দল।

যৌন নিগ্রহ নিয়ে আকবরের ইস্তফা দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ বিজেপি সাংসদ তথা বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবরের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন নিগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস জানিয়েছে, অন্যথায় তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিতে হবে। বুধবার রাজধানীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জয়পাল রেড্ডি বলেছেন, একাধিক নামি সাংবাদিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেভাবে অভিযোগ এনেছেন তারপর তিনি কীভাবে মন্ত্রীসভায় থাকতে পারেন? এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এআইএমআইএম (অল ইন্ডিয়া মজলিস–এ–ইত্তেহাদুল–মুসলিমিন) প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসিও আকবরের ইস্তফা চেয়েছেন। তাঁরই অধস্তন সম্পর্কে এখনও মুখ খোলেননি বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তিনি বলেছেন, 'এবিষয়ে মন্তব্য করার মতো সঠিক ব্যক্তি আমি নই।' তাঁর সরকার নারীশক্তির বিকাশে সর্বতোভাবে সহায়ক, এই বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর মন্ত্রীসভার যে দুজন মহিলা মন্ত্রীকে তুলে ধরেছেন, তাঁরা দুজনেই কিন্তু আকবরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামাননি। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধি বলেছেন, 'যৌন হেনস্তার অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধেই উঠুক না কেন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এর তদন্ত হওয়া দরকার। কারণ, ক্ষমতায় থাকাকালীন পুরুষের তরফে এরকম অপরাধ প্রায়শই হয়ে থাকে।' মানেকা বলেছেন, 'এই ধরনের ঘটনার কথা বলতে মেয়েরা ভয় পায়। কারণ, তাদের ধারণা মানুষ তাদের নিয়ে মজা করবে। তাদের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করা হবে। এখন কয়েকজন মহিলা যখন এমন অভিযোগ এনেছেন, তখন প্রতিটি অভিযোগ সম্পর্কে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' জয়পাল রেড্ডি বলেছেন, 'মার্কিন বিচারপতি ব্রেট কাভানা যখন তাঁর বিরুদ্ধে আনা যৌন নিগ্রহ নিয়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, তখন আকবরই বা করবেন না কেন?' 'মি টু' আন্দোলনে যুক্ত একাধিক মার্কিন মহিলা ব্রেটের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিলেন। আকবর সম্পর্কে টুইটারে আসাউদ্দিন বলেছেন, 'ধিক আপনাকে। নারী ক্ষমতায়ন, তালাক সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনার সময় আপনি সংসদে ছিলেন। বেটি বাঁচাও আন্দোলনকে যদি সত্যি মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে আকবরকে মন্ত্রীসভা থেকে বহিষ্কার করা হোক।' উল্লেখ্য, আকবরের বিরুদ্ধে যে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে, তা বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। এক সময়ে একাধিক ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক ছিলেন আকবর। চারজন মহিলা সাংবাদিক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।

সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতির জেরে আবর্জনার স্তূপ দিল্লিতে। – পিটিআই

গড়করির সাফাই

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ বেকায়দায় পড়ে সাফাই দিতে বাধ্য হলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। একইসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির মারাঠি ভাষার জ্ঞান নিয়ে কটাক্ষও করলেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি। মঙ্গলবার রাহুল টুইটারে গড়করির এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন, চারবছর আগে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বুধবার সেবিষয়ে গড়করিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ওই টুইটারে রাহুল গান্ধি যা তুলে ধরেছেন তা পুরোপুরি মিথ্যা। ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। গড়করির কটাক্ষ, 'যে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারকে নিয়ে এত শোরগোল তা হয়েছিল মারাঠি ভাষায়। আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কংগ্রেস সভাপতি কবে থেকে মারাঠি ভাষা বুঝতে শিখলেন?'

হিরেমালিক দিনমজুর

পান্না (মধ্যপ্রদেশ), ১০ অক্টোবর ঃ ৫০ বছরের দিনমজুর মোতিলাল প্রজাপতি মাটি খুঁড়ে পেলেন ৪২ ক্যারেটের হিরে। যার বাজারদর প্রায় ১.৫–২.৫ কোটি টাকা। মধ্যপ্রদেশের পান্নায় একটি জমি লিজে নিয়েছিলেন মোতিলালের ঠাকুরদা। তিনি বা মোতিলালের বাবা ওই জমি খোঁড়া চালিয়ে গেলেও কোনোদিন সেখানে হিরের খোঁজ পাননি। মোতিলালও হিরের অনুসন্ধান চালিয়ে যান। দীর্ঘদিনের এই পরিশ্রম অবশেষে সাফল্য আনল। পান্নার সরকারি আধিকারিকদের হাতে ওই হিরে তুলে দিয়েছেন মোতিলাল। এই হিরে থেকে পাওয়া অর্থ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পিছনে খরচ করতে চান তিনি। পান্নার খনি থেকে উদ্ধার হওয়া হিরের মধ্যে এই হিরেটি দ্বিতীয় বৃহত্তম। ১৯৬১–তে যে হিরেটি পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল ৪৪.৫৫ ক্যারেটের।

GOVERNMENT OF INDIA :: BRAHMAPUTRA BOARD
TENDER NOTICE

The Executive Engineer, Jalpaiguri Divsion, Brahmaputra Board, Jalpaiguri invites online item rate bids on behalf of the Chairman, Brahmaputra Board in **two bid system** for following works:-

(1) Name of Work : Anti erosion measures for bank protection of Bhajanerchera, Nishiganj area under Coochbehar Block no. II along the left bank of river Mansai at Coochbehar district in West Bengal "supplying of Geo-bags of size 1.2 m x 1m and 2m x 1.5 m along with special threads"

Ref. of e-tender	:	No. BB/JD-01/2018
1. Estimated cost put to tender	:	Rs. 260.74 lakh
2. Earnest money deposited	:	Rs. 5.21 lakh
3. Time allowed for the completion	:	60 days
4. Bid submission closing date	:	25.10.2018 (upto 1100 hours)

(2) Name of Work : Anti erosion measures for bank protection of Bhajanerchera, Nishiganj area under Coochbehar Block no. II along the left bank of river Mansai at Coochbehar district in West Bengal "Laying of earth/silt filled Geo-bags and other allied works from Ch. 0m to Ch. 2000m"

Ref. of e-tender	:	No. BB/JD-02/2018
1. Estimated cost put to tender	:	Rs. 130.86 lakh
2. Earnest money deposited	:	Rs. 2.62 lakh
3. Time allowed for the completion	:	180 days
4. Bid submission closing date	:	22.10.2018 (upto 1100 hours)

(3) Name of Work : Anti erosion measures for bank protection of Bhajanerchera, Nishiganj area under Coochbehar Block no. II along the left bank of river Mansai at Coochbehar district in West Bengal "Supplying and laying of RCC porcupine from Ch. 0m to Ch. 2000m"

Ref. of e-tender	:	No. BB/JD-03/2018
1. Estimated cost put to tender	:	Rs. 54.32 lakh
2. Earnest money deposited	:	Rs. 1.09 lakh
3. Time allowed for the completion	:	90 days
4. Bid submission closing date	:	22.10.2018 (upto 1100 hours)

(4) Name of Work : Bank protection work at Bhogdebri area on right bank of river Mansai at Coochbehar district in West Bengal "supplying of Geo-bags of size 1.2m x 1m and 2m x 1.5m along with special threads"

Ref. of e-tender	:	No. BB/JD-04/2018
1. Estimated cost put to tender	:	Rs. 235.69 lakh
2. Earnest money deposited	:	Rs. 4.71 lakh
3. Time allowed for the completion	:	60 days
4. Bid submission closing date	:	25.10.2018 (upto 1100 hours)

(5) Name of Work : Bank protection work at Bhogdebri area on right bank of river Mansai at Coochbehar district in West Bengal "Laying of earth/silt filled Geo-bags and other allied works from Ch. 0m to Ch. 2000m"

Ref. of e-tender	:	No. BB/JD-05/2018
1. Estimated cost put to tender	:	Rs. 123.18 lakh
2. Earnest money deposited	:	Rs. 2.46 lakh
3. Time allowed for the completion	:	180 days
4. Bid submission closing date	:	22.10.2018 (upto 1100 hours)

(6) Name of Work : Bank protection work at Bhogdebri area on right bank of river Mansai at Coochbehar district in West Bengal "Supplying and laying of RCC porcupine from Ch. 0m to Ch. 2000m"

Ref. of e-tender	:	No. BB/JD-06/2018
1. Estimated cost put to tender	:	Rs. 54.32 lakh
2. Earnest money deposited	:	Rs. 1.09 lakh
3. Time allowed for the completion	:	90 days
4. Bid submission closing date	:	22.10.2018 (upto 1100 hours)

The bid documents and other details can be ontained from the website **http://eprocure.gov.in**. This notice may also be seen at website **http://brahmaputraboard.gov.in**. All corrigendum shall be issued online only at **http://eprocure.gov.in**

Executive Engineer
Jalpaiguri Division
Brahmaputra Board

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ আজ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ। সম্পদহানির যোগ। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার মুখোমুখি। বৃষ ঃ গুরুজনের পরামর্শ মেনে নিলে সংসারের সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধিমত্তার জয়। সন্তানের জন্য উদ্‌বেগ। স্নায়ুরোগ বৃদ্ধি। মিথুন ঃ অযথা অপবাদের বোঝা চাপতে পারে। সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী, ক্রীড়াবিদগণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাবেন। কর্কট ঃ খুব পরিচিত ব্যক্তির কাছে প্রবঞ্চিত হবেন। আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। সিংহ ঃ ভ্রমণের পরিকল্পনায় আজ জলপথ বাদ রাখুন। অপবাদ থেকে মুক্তি। পুরোনো সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হবেন। দন্তপীড়া। কন্যা ঃ সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে। আজ কর্মক্ষেত্রে সুযোগ আসবে, তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। কোনো গোপন প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি। তুলা ঃ দাম্পত্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উসকানি সমস্যা তৈরি করবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। অপব্যয়। বৃশ্চিক ঃ পরিবারের সঙ্গে আজ কিছু সময় কাটান। ভোগবিলাসে অর্থব্যয় হবে। সন্তানের জন্য আনন্দ। ধনু ঃ গৃহ সমস্যায় দুশ্চিন্তা। বকেয়া পাওনা আদায় হবে। গৃহে বন্ধু সমাগমে আনন্দ। হারিয়ে যেতে পারে মূল্যবান সামগ্রী। ঘাড়ের ব্যথা বাড়বে। মকর ঃ কোনো কারণেই আজ দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগ করবেন না। স্বল্প পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করুন। কুম্ভ ঃ ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগম। দাম্পত্যের অশান্তির কারণ খুঁজে পেয়ে স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন। হঠাৎ দূরস্থানে যেতে হতে পারে। সন্তানের রোগমুক্তি। মীন ঃ গৃহক্রয়ের সিদ্ধান্ত। কোনো বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আনন্দ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। বিদেশ গমনের সুযোগ মিলবে।

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আজ বৃহস্পতিবার ইং ১১ অক্টোবর, ২০১৮, বাং ২৪ আশ্বিন, ১৪২৫। ২৪ আহিন, মুং ১ শফর, ১১ অক্টোবর। তিথি (আশ্বিন শুক্লপক্ষ) দ্বিতীয়া দং ১।২০ দিবা ঘ ৬।৭ পরে তৃতীয়া দং ৫৯।৪৩ শেষ রাত্রি ঘ ৫।২৮। নক্ষত্র–স্বাতী দং ১২।১৮ দিবা ঘ ১০।৩০। যোগ–বিষ্কুম্ভ দং ১০।৪৩ দিবা ঘ ৯।৫২। করণ–কৌলব দিবা ঘ ৬।৭ পরে তৈতিল সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৮ পরে গর শেষ রাত্রি ঘ ৫।২৮। লগ্ন–উদয় কন্যা দং ৪।১৩।৩৪, অস্ত মীন দং ৩।১।২৫। চন্দ্রশুদ্ধ–পূর্বদিনের রাশির, রাত্রি ঘ ৪।৩৪ গতে মেষ, সিংহ, ধনুরাশির। তারাশুদ্ধ–পূর্বদিনের নক্ষত্রের, দিবা ঘ ১০।৩ গতে ১৭। ১৮।২০।২২।২৪।২৬।২৭।২।৪।৬। ৮।৯।১১।১৩।১৫ নক্ষত্রের। জন্মে–তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অঃ বুধের বিং রাহুর দশা, দিবা ঘ ১০।৩০ গতে দেবারিগণ বিং গুরুর দশা, রাত্রি ঘ ৪।৩৪ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে–পাদদোষ, দিবা ঘ ৬।৭ গতে দোষোনাস্তি, দিবা ঘ ১০।৩০ গতে দ্বিপাদদোষ। অমৃতযোগ–দিবা ঘ ৭।৮ মধ্যে পুনঃ ১।২০ গতে ২।৫২ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৬।১ গতে ৯।১৯ মধ্যে পুনঃ ১১।৪৮ গতে ৩।৬ মধ্যে পুনঃ ৩।৫৬ গতে উদয়াবধি। বারবেলা–ঘ ২।১৯ গতে অস্তাবধি। কালরাত্রি–ঘ ১১।২৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যোগিনী–উত্তরে, দিবা ঘ ৬।৭ গতে অগ্নিকোণে, শেষ রাত্রি ঘ ৫।২৮ গতে নৈর্ঋতে। যাত্রা–নক্ষত্র শুভ, দিবা ঘ ১০।৩০ গতে অশুভ যাত্রানাস্তি ত্র্যহস্পর্শাদিদোষ। শুভকর্ম–দীক্ষা। শ্রাদ্ধ–তৃতীয়ার একো ও সপি। আবির্ভাব–প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ তন্ত্র সম্রাট, জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের (১০৯তম) জন্মতিথি উদযাপন (আশ্বিন শুক্লা তৃতীয়া)। অভক্ষ্য–দিবা ঘ ৬।৭ মধ্যে বৃহতী পরে শেষ রাত্রি ঘ ৫।২৮ মধ্যে পটোল পরে মূলক ভক্ষণ নিষেধ। বিবিধ–শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর তৃতীয়া বিহিত পূজা। স্নানদানে সহস্রাগুণ ফল।